প্রচ্ছদ কাহিনী

এই ঝাঁজ কে সামলাবে

জীবনের নিরাপত্তাহীনতার মত দ্রব্যমূল্য নামের আরেক লাগামহীন পাগলা ঘোড়া তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে মানুষকে। মধ্যসত্বভোগী ব্যবসায়ী শ্রেণী সরকারের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে অনৈতিকভাবে দাম চড়িয়ে ক্রেতার অধিকার প্রতিমুহূর্তে কেড়ে নিচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ভোক্তা অধিকার এখানে বিপন্ন। মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতার ফলে তৈরি হচ্ছে গণঅসেন্তোষ ...

লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

কাঁচামরিচের কেজি ১০০ টাকা অথচ ২ মাস আগে কাঁচা মরিচের দাম ছিলো ৪০ টাকা। ৫২ টাকার শুকনো মরিচ এখন ৭০/৭৫ টাকার নীচে পাওয়া যাচ্ছে না।

পূর্ববর্তী মূল্যের চেয়ে চালের দাম বেড়েছে ২৫ ভাগ। ১২ টাকা কেজির মোটা চাল এখন ১৫ টাকা। ৩৬ টাকার সয়াবিন মানুষ বাধ্য হচ্ছে ৪৩ টাকায় কিনতে। ৯ টাকার পেঁয়াজের মূল্য এখন ১৫ টাকা। ২৮ টাকা মূল্যের প্রতি কেজি রসুন এখন বিক্রি হচ্ছে ৪৮ টাকায়। শাক-সবজির দাম বেড়েছে ৫০ শতাংশেরও বেশি।

নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে হুহু করে। বলতে হয় ব্যবসায়ীরা বাড়াচ্ছে বেপরোয়াভাবে। বাজার তদারকিতে সরকারের রহস্যময় নীরবতাই তাদের বেপরোয়া করে তুলেছে। যে যেমন করে পারছে ক্রেতা-ভোক্তাদের কাছ থেকে চড়া দাম আদায় করছে। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা সংকুচিত হতে হতে পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে।

সরকার মুক্তবাজার অর্থনীতির দোহাই দিয়ে সংঘবদ্ধ মধ্যস্বত্বভোগীদের (ব্যবসায়ী) লোপাটের সুযোগ করে দিচ্ছে।

গত ২ মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম কয়েক দফা বেড়েছে। এখনো প্রতিদিনই তা বেড়ে চলছে।

২৭ জুন অর্থমন্ত্রী সংসদে বাজেট পেশ করার পর পরই দ্রব্যমূল্য বাড়তে থাকে। কনজ্যুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) বাজেট পরবর্তীকালে বাজার জরিপ করে জানিয়েছিল, বাজেট ঘোষণার পর দ্রব্যমূল্য পূর্ববর্তী মূল্যের চেয়ে ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাজেটে এসব দ্রব্যের ওপর কোনোরূপ অতিরিক্ত করারোপ করা হয়নি।

অবশ্য প্রতি বছরই ব্যবসায়ীরা অপেক্ষায় থাকে বাজেটের। দফায় দফায় প্রয়োজনে- অপ্রয়োজনে মূল্য বৃদ্ধি তাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজেটে কোনো পণ্যের ওপর অতিরিক্ত কর হোক বা নাই হোক, বাজেট ঘোষণার পর হুহু করে বাড়তে থাকে পণ্যসামগ্রীর দাম। এমনকি বাজেটে কোনো পণ্যের ওপর শুল্ক কমানো বা প্রত্যাহার করা হলেও ব্যবসায়ীরা সে পণ্যটির দাম কমান না। বরং সুযোগ বুঝে আরেক দফা বাড়িয়ে নেন। বাজেট ছাড়া বন্যা, খরা এবং রমজান মাসে ব্যবসায়ীরা প্রতিবছর পণ্যের দাম বাড়িয়ে নেয়ার সুযোগ গ্রহণ করে। একবার কোনো পণ্যের দাম বাড়লে তা আর কমে না।

কিন্তু এই অসাধু মুনাফা লোভীদের রোখার চেষ্টা করে না সরকার।

চলতি বছর বাজেট ঘোষণার পর পর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নদীর পানি বেড়ে বন্যা শুরু হতে থাকে। যা এখনো চলছে। বাজেটের প্রাককালে মূল্য বৃদ্ধির করার পরও বন্যার অজুহাতে মধ্যস্বত্ব মুনফালোভীরা এখনো প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম চড়িয়ে ফিরছে।

সরকার রয়েছে দর্শকের ভূমিকায়। বাজারের ওপর সরকারের কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ নেই। নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাও নেই।

সম্প্রতি বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ‘মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বাজার মূল্য সরকার নির্ধারণ করে না। দ্রব্য চাহিদা এবং সরবরাহ পরিস্থিতির ভিত্তিতে বাজার মূল্য আপনা আপনি নির্ধারিত হয়।’

মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, বাজার অর্থনীতির প্রবক্তা দেশগুলোতেও দ্রব্য মূল্য সরকার নির্ধারণ না করলেও মূল্য

জতিসংঘ ঘোষিত ক্রেতার ৮ টি অধিকার

১. জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার

২. নিরাপত্তার অধিকার : প্রত্যেক ক্রেতার অধিকার আছে ক্ষতিকারক পণ্য থেকে নিজেকে রক্ষা করার। এমন কোনো পণ্য বিপণন করা যাবে না যা জনস্বাস্থ্য ও জীবনের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে।

৩. জানার অধিকার : প্রতিটি পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার অধিকার প্রত্যেক ক্রেতার আছে। প্রতিটি দ্রব্যের উপাদান, ব্যবহার বিধি এবং এতে কোনো ক্ষতিকর উপাদান আছে কি না সে সম্পর্কে পরিষ্কার বর্ণনা থাকতে হবে।

৪. অভিযোগ করার এবং প্রতিনিধিত্বের অধিকার : ক্রেতাস্বার্থ পরিপন্থী যে কোনো বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করার অধিকার থাকবে। সেই সঙ্গে যে সমস্ত পর্যায়ে ক্রেতাস্বার্থ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সেখানে ক্রেতা প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫. ন্যায্যমূল্যে পছন্দসই পণ্য বাছাই করার অধিকার : প্রতিটি ক্রেতারই অধিকার আছে বাজারে প্রাপ্ত একাধিক পণ্য থেকে তার পছন্দ অনুযায়ী সঠিক পণ্যটি বেছে নেয়ার। তথাকথিত সংরক্ষণনীতি কিংবা মনোপলি ব্যবসায় পদ্ধতির কারণে ক্রেতা যাতে নিকৃষ্ট পণ্য ক্রয়ে বাধ্য না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রবাহ সৃষ্টি করতে হবে যাতে ক্রেতা ন্যায্যমূল্যে তার পছন্দসই পণ্য ক্রয় করতে পারে।

৬. ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকার : কোনো দ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যবহার বা ভোগের কারণে ক্রেতা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকার থাকবে। পণ্য প্রস্তুতকারী বা বিক্রেতা পণ্যের মানের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে পণ্যের গুণগত মানের তারতম্য হলে সে পণ্য ফেরত দেবার অধিকার ক্রেতার থাকবে।

৭. ক্রেতা শিক্ষা লাভের অধিকার : ক্রেতা হিসেবে তার অধিকার এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে সজাগ হবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভের পরিবেশ পাবার অধিকার রয়েছে।

৮. স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার।

সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। মূল্য যাতে অস্বাভাবিক বেড়ে না যায়, জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে না যায় অথবা কোনো অসাধু ব্যবসায়ী যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মূল্য বাড়িয়ে দিতে না পারে তা নিশ্চিত করে সরকার। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতায় সরকার পতনের ঘটনাও ঘটেছে। তার পরে সেসব দেশে ক্রেতা-ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য কনজ্যুমার প্রটেকশন ল' আছে। আছে কনজ্যুমারদের জন্য বিশেষ সংক্ষিপ্ত আদালতের ব্যবস্থা। দোকানে দোকানে পণ্যের মূল্য তালিকা ঝুলিয়ে রাখাও সে সব দেশে বাধ্যতামূলক।

এখন প্রশ্ন হতে পারে দ্রব্যমূল্যের যে বৃদ্ধি ঘটছে তা কতটা যৌক্তিক। ব্যবসায়ীরা বলছে বন্যার পানিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল তলিয়ে যাবার ফলে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্যার পানির কারণে শাক-সবজির দাম হয়ত কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু আমরা যখন দেখি সয়াবিন তেলের মূল্য ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, হলুদের মূল্য ৫০ শতাংশ বেশি বৃদ্ধি পায়, ভারত থেকে আসা পিয়াজ এবং রসুনের দাম ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, ডিমের দাম ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাছাড়া সবজির মূল্য যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা অস্বাভাবিক। এর আগেও দেশে এর চেয়ে ভায়াবহ বন্যা হয়েছে। তখনো দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সব ধরনের পন্যের এত উচ্চমূল্য বৃদ্ধির ঘটনা বিরল। অন্যদিকে এবছর হয়েছে অন্যান্য অনেক বছরের চেয়ে কম। তবে কেন এই লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি?

নিত্য প্রয়োজনী দ্রব্যের এই মূল্য বৃদ্ধি এবং তা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতার ফলে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে। চালের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়েকদিন আগে সরকার খোলা বাজারে চাল বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু এখনো খোলা বাজারে চাল বিক্রি শুরু হয়নি। কথা হচ্ছে সিদ্ধান্তটা এতোটা দেরিতে কেন। ২৫ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি হয়ে যাওয়ার পরে কেন?

বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী

এই প্রতারক ব্যবসায়ীদের সরকার নির্লিপ্তভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। আর এদের কাছ থেকে কমিশন আসে সরকারের আমলা, মন্ত্রী, এমপিদের পকেটে। আবার অনেক সময় সরকারের আমলা, মন্ত্রী, এমপিরাই মধ্যস্বত্ব ব্যবসায়ী। এদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষ অসহায়, জিম্মি। এদের থামাবে কে?

প্রতারণা শুধু মূল্যে নয়

ব্যবসায়ীরা শুধু যে দফায় দফায় মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমেই ক্রেতা-ভোক্তার সঙ্গে প্রতারণা করে ক্ষান্ত থাকছে তা নয়। পণ্যে ভেজাল আর নকল দিয়ে ক্রেতা ঠকানোর প্রতিযোগিতা হরদম চলছে। সকালে ঘুম থেকে জাগার পরে টুথপেস্ট থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত কোথায় নেই ভেজাল এবং প্রতারণা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী শারমিন ফেরদৌস। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে পত্রিকার পাতায় চোখ রেখে এক কাপ গরম চা খাওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়েছে শারমিনের। বেশি করে কন্ডেন্স মিল্ক দিয়ে গাঢ় চা তার পছন্দ। প্রতিদিনের মতো সেদিনও শারমিন চায়ে চুমুক দিতে দিতে পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছেন। শেষ পাতার একটি খবরের দিকে তার চোখ আটকে যায়। বিএসটিআই ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার উদ্ধৃতি দিয়ে ক্যাব জানিয়েছে, দেশে বাজারজাতকৃত সবকটি কন্ডেন্স মিল্কই নিম্নমানের, ভেজাল এবং মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর উপাদান দিয়ে তৈরি। পত্রিকাটি লিখেছে, পচে জমাট বেঁধে যাওয়া গুঁড়ো দুধে কেমিক্যালসহ বিভিন্ন উপাদন দিয়ে তৈরি হয় কন্ডেন্স মিল্ক। শারমিন

> মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, বাজার অর্থনীতির প্রবক্তা দেশগুলোতেও দ্রব্য মূল্য সরকার নির্ধারণ না করলেও মূল্য সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। মূল্য যাতে অস্বাভাবিক বেড়ে না যায়, অথবা কোনো অসাধু ব্যবসায়ী যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মূল্য বাড়িয়ে দিতে না পারে তা নিশ্চিত করে সরকার

সবজির মূল্য বৃদ্ধি

মূল্য : কেজি প্রতি (টাকায়)

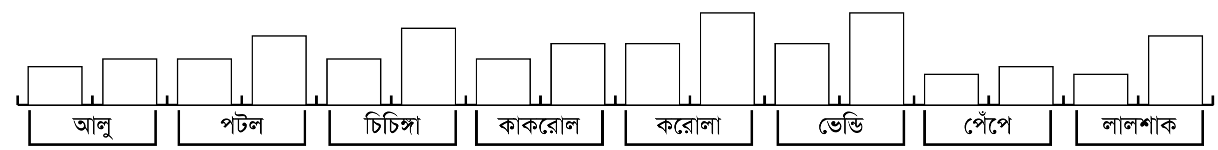

	আলু	পটল	চিচিঙ্গা	কাকরোল	করোলা	ভেন্ডি	পেঁপে	লালশাক
জুন '০২ =	১০	১২	১২	১২	১৬	১৬	৮	৮
বর্তমান মূল্য =	১২	১৮	২০	১৬	২৪	২৪	১০	১৮

আসল
নকল
আসল
নকল
নকল
আসল

ক্যাবের সংগ্রহশালায় আসল ও নকল পণ্য পাশাপাশি। কোনটি আসল, কোনটি নকল সহজে চেনার উপায় নেই

নকল
নকল
নকল
নকল
নকল

চা'টা আর শেষ করতে পারল না। মাঝেমধ্যেই খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন ধরনের ভেজাল মিশ্রণের খবর পত্রিকায় আসছে। তেল লবণ, মরিচ, হলুদ, ঘি, চকলেট, আইসক্রিম, ফ্রুট জুস, কোমল পানীয়, মিনারেল ওয়াটার, গুঁড়ো দুধ, শিশু খাদ্য, সোনার গহনা এমনকি সিমেন্টসহ জীবন রক্ষাকারী ওষুধ সর্বত্র চলছে ভেজাল মিশ্রণের মহোৎসব। ওজন অথবা পরিমাণে কম দেওয়া ব্যবসায়ীদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। সর্বত্র চলছে ক্রেতা-ভোক্তাকে ঠকিয়ে শতভাগ ব্যবসা করার অসুস্থ প্রতিযোগিতা। শারমিন গতকালই তার এক বন্ধুর কাছে শুনেছেন রাস্তার পাশে ছোট ছোট চায়ের স্টলগুলোতে যে চা বিক্রি হয় তার মধ্যে অনেক দোকানে চা পাতা আসে আজীমপুর গোরস্থান থেকে। লাশের দ্রুত পচন রোধের জন্য কফিনের মধ্যে চা পাতা দেয়া হয়। লাশ কবরস্থ করার পর সেই পরিত্যক্ত চা পাতা একটি সঙ্গবদ্ধ চক্র সংগ্রহ করে চায়ের দোকানগুলোতে কম মূল্যে সাপ্লাই দেয়। কথাটি শোনার পর শারমিনের মনে হলো, এটা এমন একটা দেশ যেখানে সব রকম অপরাধ করেই পার পাওয়া যায়। ছোট চা দোকানদার থেকে বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো পর্যন্ত ক্রেতাদের ঠকাতে ঘৃণ্যতম উপায় অবলম্বন করতে পিছপা হয় না।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে শারমিনের মনে হলো, ছোট মাথায় এতসব বড় বড় বিষয় ভেবে লাভ নেই। সময় হয়েছে, দ্রুত ক্লাস করতে ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে।

নাকে-মুখে কোনোরকমে খেয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু রাস্তায় নেমে রিকশা পাচ্ছেন না। মেইন রোডে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ধরতে হবে। অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পর একটি রিকশা যেতে রাজি হলো, তবে ৫ টাকার ভাড়া ৮ টাকায়। স্টেশনে পৌঁছতে পৌঁছতে ইউনিভার্সিটির বাস ছেড়ে দিয়েছে। রিকশা ছেড়ে ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠলেন। নামে সিটিং গেটলক হলেও ৪/৫ জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তারপর লোকাল গাড়ির মতো পথের ১১টি স্টপেজের মধ্যে ৭টি থেকেই যাত্রী ওঠানামা করল। অথচ ভাড়া লোকাল গাড়ির তিন গুণেরও বেশি।

প্রিমিয়াম বাসগুলোর অবস্থা আরো খারাপ। উত্তরা-মতিঝিল, মতিঝিল-সাভার, মতিঝিল-নারায়ণগঞ্জ রুটে চলাচলকারী প্রিমিয়াম বাসগুলোর বেশির ভাগেরই এসি খারাপ থাকে হর হামেশা। জানালা-দরজা বন্ধ থাকায় গরমে যাত্রীদের বেহাল অবস্থা। কিন্তু ভাড়া তাতে কমে না এক টাকাও। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় যাত্রীদের এ সবই মেনে নিতে হচ্ছে। ম্যাক্সি সার্ভিসগুলোর ভাড়া উচ্চ হলেও সেবা লোকাল গাড়ির তুলনায় মোটেই উন্নত নয়।

আইন অনুযায়ী ট্যাক্সি ক্যাবগুলো যাত্রীর প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো জায়গায় যেতে বাধ্য হলেও ক্যাব চালকরা যায় না। মিটার বন্ধ রেখে যাত্রীকে নির্দিষ্ট টাকার চুক্তিতে যেতে বাধ্য করে।

শারমিন খুঁজে পান না এ দেশে কোথায় নেই ক্রেতা-ভোক্তার অধিকার হরণের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা। সুশিক্ষিত ডাক্তার রোগীর কাছ থেকে উচ্চ ফি নিচ্ছেন। নিজে রোগীকে ঠিকমতো না দেখে, রোগীর কথা না শুনেই একগাদা টেস্ট করার জন্য পাঠিয়ে দেন কোনো ডায়গনস্টিক ল্যাবরেটরিতে। কারণ রোগীপ্রতি ৪০ শতাংশ কমিশন ডাক্তার পাবেন মাস শেষে ল্যাবরেটরি থেকে। তারপর তাড়াহুড়া করায় ভুল চিকিৎসায় জীবনহানি, স্বাস্থ্যহানি এবং অঙ্গ হানির শিকার হচ্ছেন অনেকে।

শারমিনের বড় ভাইয়ের বন্ধু তারেক কয়েক বছর থেকেই কিডনি রোগে ভুগছিলেন। দেশের কয়েকজন কিডনি বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা নেয়ার পরও অবস্থার উন্নতি হলো না। পিজি

সবজির মূল্য বৃদ্ধি

মূল্য : কেজি প্রতি (টাকায়)

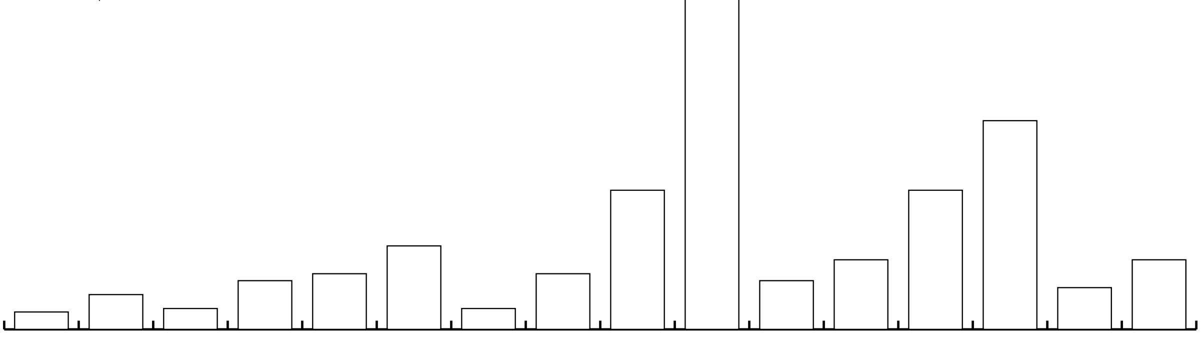

	পুই শাক	ডাটা শাক	বরবটি	মিষ্টি কুমড়া	কাঁচামরিচ	বেগুন	টমেটো	শশা
জুন '০২ =	৫	৬	১৬	৬	৪০	১৪	৪০	১২
বর্তমান মূল্য =	১০	১৪	২৪	১৬	১০০	২০	৬০	২০

হাসপাতালের কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আনিসুর রহমান তাকে কিছু পরীক্ষা করার জন্য মগবাজারের একটি ডায়গনস্টিক সেন্টারে পাঠান। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ল্যাবরেটরিটি রিপোর্ট দেয় শাহীনের কিডনি অকেজো হয়ে গেছে। অতএব, অপারেশন করে পরিবর্তন করতে হবে। নির্দিষ্ট এক দিনে মেডিকেল বোর্ড গঠন করে অপারেশন করার পর দেখা গেল তার কিডনি ভালো আছে। তারেক এখনো বেচে আছেন তবে মনের দিক থেকে ছোট হয়ে।

ব্ল্যাক মেইলের শিকার ক্রেতা

মূল্য বৃদ্ধি, নকল ভেজালেই ক্রেতার ভোগান্তি শেষ নয়, ক্রেতারা প্রতিনিয়ত শিকার হচ্ছেন ব্ল্যাক মেইলিংয়ের।

ফয়সাল রহমান প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী কাঁচা বাজারে বাজার করতে যান না অনেক বছর। মেয়ে-জামাই আমেরিকা থেকে বেড়াতে এসেছে তাই অনেক বছর পর বাজার যাওয়ার ইচ্ছা হল তার। মোহাম্মদুপর থেকে গাড়ি নিয়ে চলে এলেন কাওরান বাজার। মাছের বাজারে ডুকলেন ইলিশ কেনার জন্য। ৭টি ইলিশ সিলেক্ট করে তিনি দাম জিজ্ঞেস করলেন। মাছ বিক্রেতা লাজুক হাসি হেসে বললেন, স্যার আপনার কাছে থেকে বেশি নেব না, এক কথা বলেই বিক্রেতা তার সহযোগিকে বলল মাছগুলো স্যারের গাড়িতে তুলেদে। মাছ গাড়িতে তুলে দেয়া হলো। এরপর মাছ বিক্রেতা ৫ হাজার ৫শ'টাকা দাবি করল। দাম শুনে ফয়সাল রহমান অভাক হলেন, এই মাছের দাম কোনোভাবেই ২ থেকে আড়াই হাজার টাকার বেশি হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তিনি ৫ হাজার টাকা দিয়ে সম্মান বাচিয়ে বেড়

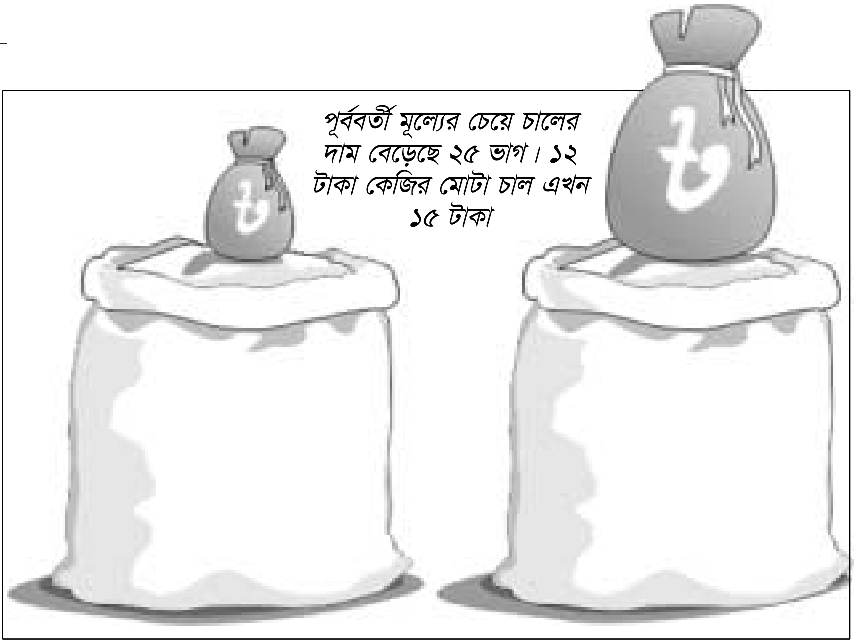
পূর্ববর্তী মূল্যের চেয়ে চালের দাম বেড়েছে ২৫ ভাগ। ১২ টাকা কেজির মোটা চাল এখন ১৫ টাকা

সবজির দাম বেড়েছে ২০ থেকে ৬০% পর্যন্ত। ৯ টাকার পেঁয়াজ এখন ১৫ টাকা

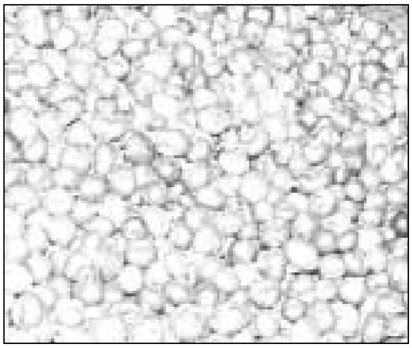

চালের মূল্য বৃদ্ধি

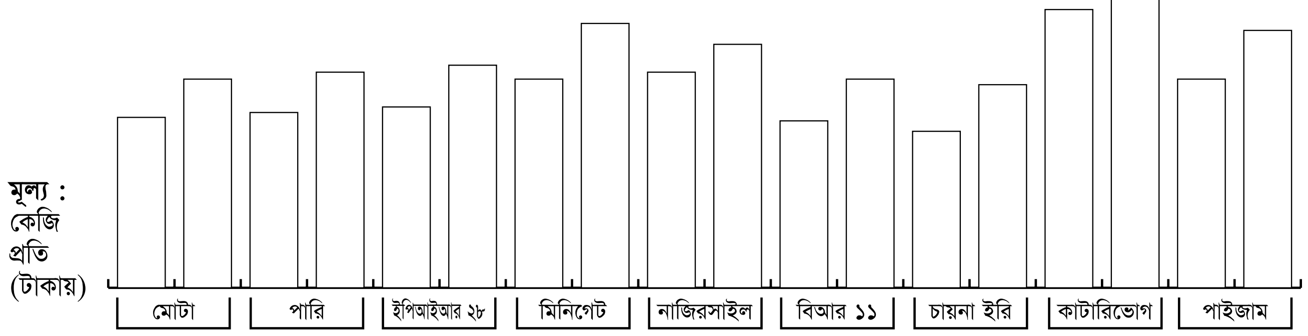

	মোটা	পারি	ইপিআইআর ২৮	মিনিগেট	নাজিরসাইল	বিআর ১১	চায়না ইরি	কাটারিভোগ	পাইজাম
জুন '০২ =	১২.২৫	১২.৬০	১৩	১৫	১৫.৫০	১২	১১.২৫	২০	১৫
বর্তমান মূল্য =	১৫	১৫.৫০	১৬	১৯	১৭.৫০	১৫	১৪.৬০	২৫	১৮.৫০

হয়ে এলেন। এরপর তিনি ঢুকলেন সবজি বাজারে। একইভাবে তিনি ব্ল্যাকমেইলের শিকার হলেন সবজি বিক্রেতাদের। ফয়সাল রহমান এই অভিজ্ঞতার পর আর বাজার করারতে আসবেন কি না জানি না। এরকম ব্ল্যাক মেইলের শিকার হচ্ছেন ক্রেতারা প্রতিনিয়ত। কিন্তু প্রতিকার নেই।

সর্বগ্রাসী সন্ত্রাসের ছায়া থেকে কোনভাবেই মুক্তি পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ। দ্রব্যমল্য নামের আরেক সন্ত্রাস তাড়িয়ে বেড়াছে আমাদের। দ্রুত উর্ধ্বগতির দ্রব্যমল্য তীরে বিদ্ধ হয়ে জীবতরা প্রতিমুহর্তে বেঁচে থাকার অধিকার হারাছে...

হেলথ সেক্টরে অরজকতা চরমে

ফেনী শহরের ২৩ বছরের যুবক মনির হোসেন ১৯৯৫ সালে রাস্তাপার হতে গিয়ে ট্রাকের সঙ্গে ধক্কায় তার বা পায়ের হারে ফাটল ধরে। ফেনীতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ভর্তি করা হয় ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে। তার পুরো পায়ে বেন্ডেজ মুড়িয় ফেলে রাখে ডাক্তাররা। তিন দিন পরে পায়ে প্রচন্ড যন্ত্রণা শুরু হয়। রোগী এবং তার স্বজনদের উপর্যুপরি অনুরোধ সত্ত্বেও ডাক্তার ফিরে তাকালেন না তারদিকে। সপ্তাখানিক পর মনির যন্ত্রণায় বিকট শব্দে চিৎকার করতে শুরু করলে, ডাক্তার এসে তার ব্যান্ডেজ গুলো দেখে তার পায়ে মারাত্মক পঁচন ধরছে। তারপর যা হবার তাই হলো পঁচনের হাত থেকে শরীর অন্যঅংশ বাঁচানোর জন্য হাটুর ওপর থেকে পা কেটে ফেলে এই টগবগে যুবকটিকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়া হলো। শুধু অঙ্গহানী নয় ডাক্তারের হাতে রোগীর মৃত্যুর ঘটনাও কম ঘটছে না। আইন ও সালিস কেন্দ্র তাদের এক রিপোর্টে বলেছে, জুন ১৯৯৫ থেকে জুন ২০০১ পর্যন্ত ৬ বছরে ডাক্তারের অবহেলায় ১৬৫ জন রোগী মৃত্যুর খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলাম প্রতিবেদককে এ সম্পর্কে বলেন, ‘বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে কোনো রোগী মরা গেলে ডাক্তারসহ চিকিৎসার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে জবাবদিহী করতে হয়। মৃত্যুর গ্রহণ যোগ্য কারণ দেখতে না পারলে কঠোর শাস্তি হয়। কিন্তু এখানে রোগী মারা গেলে জবাবদীহি করার কেউ নেই, ফলে ডাক্তারদের মধ্যে অবহেলা করার প্রবণতা অশঙ্খাজনক হারে বেড়ে গেছে।’

ভেজাল ওষুধ এবং উচ্চ মূল্য

১৯৮২ সালে বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী ওষুধনীতি গৃহীত হয়েছিল। যার ফলে দেশের ওষুধ শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিল। বিগত বিএনপি সরকারের শেষ সময়ে এক আমলা এবং বদরুদ্দোজা চৌধুরীর অতি উৎসাহের ফলে ওষুধের মূল্য নির্ধারনের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া হয়। এসময়ে মাত্র ১১৭টি ওষুধ ছাড়া অন্য সব ওষুধের মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা কোম্পানিগুলোর হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। ফলে এরপর থেকে ওষুধ কোম্পানিগুলো ওষুধের মূল্য বৃদ্ধির উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া ওষুধের মূল্য গত ৭/৮ বছরের দ্বিগুণ থেকে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিটিক্যালসের প্রধান ডা.

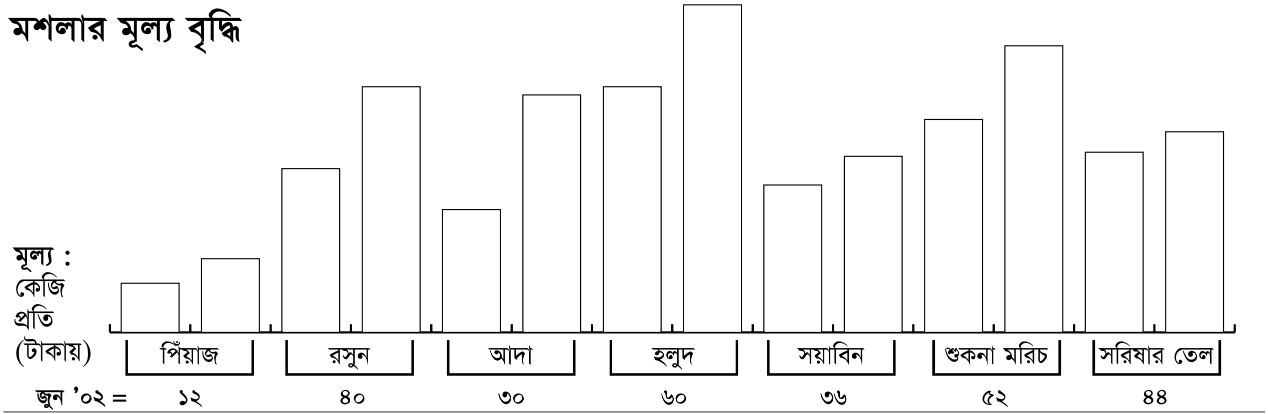

মশলার মূল্য বৃদ্ধি

	পিঁয়াজ	রসুন	আদা	হলুদ	সয়াবিন	শুকনা মরিচ	সরিষার তেল
জুন ’০২ =	১২	৪০	৩০	৬০	৩৬	৫২	৪৪
বর্তমান মূল্য =	১৮	৬০	৫৮	৮০	৪৩	৭০	৪৯

জাফরুল্লা চৌধুরী ২০০০কে বলেছেন, ‘অনেক ওষুধ আছে যা তৈরিতে সর্বমোট খরচ হয় ৪০টাকা, কিন্তু আমরা তা বিক্রি করি ২০০ টাকা থেকে ২৪০ টাকায়। এই অতি উচ্চ মূল্যের কারণে নকল- ভেজালকারীরা উৎসাহী হচ্ছে কারণ দেড়শ থেকে ২০০ শতাংশ লাভ করার সুযোগ আর কোন ব্যবসায় আছে? নকলকারীরা নিম্নমানের ওষুধ তৈরি করে বাজারে ছাড়ছে এতে দেশের ওষুধ শিল্পের সুনাম নষ্ট হচ্ছে। ক্রোতারা প্রতারিত হচ্ছেন।’

জাফরুল্লাহ চৌধুরী আরো বলেন, ‘দেখা যায় সরকার কর্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রীত ১১৭টি ওষুধের ভেজাল বা নকল তেমন তৈরি হচ্ছে না বা ভারত থেকে অবৈধভাবে আসছেনা। কারণ হচ্ছে এসব ওষুধের দাম কম, মুনফা কম। ব্রিটেন আমেরিকাসহ সাড়া বিশ্বে ওষুধের দাম সরকারই নিধারণ করে থাকে বিভিন্ন পলিসির মাধ্যমে। সরকারের উচিৎ সকল প্রকারের ওষুধের মূল্য নির্ধারনের ক্ষমতা আবার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়া। না হয় ভেক্তা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনি দেশি বিদেশী নকল, ভেজাল এবং নিম্নমানের ওষুধে জয়লাভ হয়ে যাবে বাজার।’

ফারজানা আলম নিউ ইস্কাটনের একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। তার ৩ ছেলে মেয়ের মধ্যে ছোটটি ভিকারুননেনেসায় পড়ছে নবম শ্রেণীতে। ফারজানা আলম সম্প্রতি কনসিভ করেছেন। এই বিভ্রত কর অবস্থায় কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন। স্বামীর সঙ্গে যৌন মিলনের সময়ে তিনি যে কনডম ব্যবহার করেছিলেন তা ছিল ফাঁটা। এই ঘটনা যদি পশ্চিমা কোনো দেশে ঘটতো আলম দম্পতি ক্ষতিপূরনের মামলা ঠুকেদিত কনডম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। কিন্তু এখানে আলম দম্পতি লজ্জা ঢাকার জন্য এমআর করাতে বাধ্য হয়েছেন।

ওপরের এই ঘটনাগুলো কোনো মনগড়া কাহিনী নয়। শারমিনকে একটি চরিত্র ধরে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। ব্যবসায়ীদের এরকম প্রতারণার শিকার আমার দেশের ক্রেতা-ভোক্তারা প্রতিদিন হচ্ছেন। ওপরের বর্ণিত প্রতিটি অভিযোগের অসংখ্য প্রমাণিত কেসস্টাডি প্রতিবেদকের সংগ্রহে আছে। কিন্তু দীর্ঘ হয়ে যাবে ভেবে সেগুলো দেয়া হয়নি।

চালের মূল্যের উর্ধ্বগতি ঠেকাতে সরকার খোলাবাজারে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে অনেক দেরীতে

ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার মানবাধিকারেরই অংশ

সর্বকালে, সব দেশে, সব মানুষের সর্বজনস্বীকৃত অধিকারগুলোই হচ্ছে জাতিসংঘের ভাষার মানবাধিকার। অন্যদিকে একজন ক্রেতা বা ভোক্তার অধিকার হলো, ন্যায্যমূল্যে, সঠিক ওজনে, সঠিক ও গুণগতমানের পণ্য বা সেবা পাবার নিশ্চয়তা।

আজ থেকে প্রায় ৪২ বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম কনজ্যুমারিজম বা ভোক্তাবাদের উদ্ভব হয়। আমেরিকায় তখন প্রতারক ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া দাপট।

পণ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ভেজাল দিয়ে, পণ্যের উপাদান সম্পর্কে তথ্য গোপন করে এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ী পরিবেশ ক্রেতাদের নিম্নমানের পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য করতো। এতে ক্রেতাদের মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠলে এক সময় সংঘবদ্ধ ব্যবসায়ী চক্রের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে আন্দোলন। রাফেল নাদের নামে এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে ১৯৬২ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি কংগ্রেসে ভোক্তা অধিকার বিল পেশ করেন। তিনি ভোক্তার ৪টি অধিকার আইনগতভাবে সমুন্নত রাখার প্রস্তাব রাখেন।

প্রস্তাবগুলো হলো :

১. নিরাপত্তার অধিকার
২. তথ্য জ্ঞাত হবার অধিকার

ক্রেতাস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছু প্রচলিত আইন

ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এ দেশে পূর্ণাঙ্গ আইন এখনো প্রণয়ন করা না হলেও কিছু বিচ্ছিন্ন আইন রয়েছে। কিন্তু এসব আইনের প্রযোগ না হওয়ার কারণে তা অকার্যকর হয়ে পড়েছে। কয়েকটি আইন নিম্নরূপ–

১.বাংলাদেশ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৫৬

এ আইনের বলে সরকার সময় সময় কতকগুলো পণ্যকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষণা করে সেগুলোর উৎপাদন, বন্টন, সরবরাহ, সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

২. নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ও বন্টন অধ্যাদেশ-১৯৭০

এ আইনের উদ্দেশ্য হলো ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষার্থে কতিপয় পণ্যের আমদানিকারক, উৎপাদনকারী এবং ব্যবসায়ী কর্তৃক অধিক মুনাফা অর্জনের প্রবণতা রোধ করা। এ আইনের অধীনে পণ্যসামগ্রীর আমদানি বা উৎপাদন ব্যয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় ও যুক্তিসঙ্গত মুনাফা বিবেচনা করে উক্ত পণ্যসামগ্রীর সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য তা সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। এই আইন অনুসারে পণ্যের পৃষ্ঠে পণ্যমূল্য উল্লেখ করা এবং দ্রব্যের মূল্য তালিকা উন্মুক্ত স্থানে ঝুলিয়ে রাখা ও বিক্রীত মালামালের জন্য বিক্রয় রসিদ প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

৩. বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ-১৯৬৬

ভেজালহীন ভোজ্য খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও বন্টন নিশ্চিত করার প্রয়াসে এই অধ্যাদেশটি প্রণীত হয়। তরল ও গুঁড়ো দুধ, আটা ও ময়দা, ভোজ্য তেল ও ঘি প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রীর ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে এ আইনে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। এ আইনে গুণগত মানহীন খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয়, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো, রোগগ্রস্ত প্রাণী ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক খাদ্য বিক্রয় অমূলক ও প্রতারণামূলক লেবেল ব্যবহার ও বিজ্ঞাপন প্রচার, মৃত জীব-জন্তুর মাংস বিক্রয় প্রভৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.ওজন ও পরিমাপের মান বিষয়ক অধ্যাদেশ-১৯৮২

এ অধ্যাদেশে মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও পরিমাপের মান প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট বিধান রাখা হয়েছে।

যদি কোনো ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে ওজনের এমন কোনো যন্ত্র ব্যবহার করে, মিথ্যা বলে সে জানে, তাহলে সেই ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা জরিমানা দন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে।

৫.ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮২

ওষুধে ভেজাল মিশ্রণ : যদি কোনো ব্যক্তি এমনভাবে ওষুধ বা চিকিৎসা সামগ্রীতে ভেজাল মিশ্রণ করে যাতে উক্ত ওষুধ বা চিকিৎসা সামগ্রীর প্রতিষেধক গুণ কমে যায় বা তার ক্রিয়া পরিবর্তিত হয় কিংবা স্বাস্থ্যহানিকর হয়, এবং যেন এতে ভেজাল মিশ্রিত হয়নি এভাবে কোনো চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিক্রি বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই করে কিংবা এটা অনুরূপ বিক্রীত বা ব্যবহৃত হতে পারে বলে জানা সত্ত্বেও করে তাহলে সেই ব্যক্তি ছয় মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা ১ হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোনো অঙ্কের জরিমানা দন্ডে কিংবা উভয় দন্ডেই দন্ডিত হবে।

ভেজাল মিশ্রিত ওষুধ বিক্রয় : কোনো ওষুধ বা চিকিৎসা সামগ্রী এমনভাবে ভেজাল মিশ্রিত হয়েছে যার ফলে তার প্রতিষেধক গুণ কমে গিয়েছে বা ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটেছে বা স্বাস্থ্যহানিকর হয়ে পড়েছে জানা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি তা বিক্রি করে বা প্রদান বা বিক্রির জন্য

৩. নায্যমূল্যে পছন্দসই পণ্য বা সেবা ভোগের অধিকার

৪. অভিযোগ করা এবং প্রতিনিধিত্বের অধিকার

এই বিল পেশ কালে জন এফ কেনেডি বলেছিলেন, ‘আমরা সবাই ভোক্তা-অর্থনীতির বৃহত্তম চালিকা শক্তি। সকল প্রকারের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ দ্বারা প্রভাবিত বৃহত্তম গোষ্ঠী—অথচ কেউই আমাদের কথা শোনে না, আমাদের অসহায়ত্তে বাড়ায় না সাহায্যের হাত।’ এই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৫ সালের ৯ এপ্রিল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বব্যাপী ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ৮টি মৌলিক অধিকার নির্ধারণ করা হয়। (১নং বক্স দেখুন)

জাতিসংঘ ঘোষিত এই ৮ দফার আদলে ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণের কাজ সারা বিশ্বে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। উন্নত দেশগুলোর সরকার মনোপলি বাণিজ্য ভেঙে দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি ক্রেতা অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইন করেছে এমনকি আলাদা আদালতও প্রতিষ্ঠা করে দ্রুত ও সঠিক বিচার নিশ্চিত করার জন্য।

১৯৮৬ সালে ভারতে কনজ্যুমার প্রটেকশন অ্যাক্ট চালু হয়। এই আইনের অধীনে ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা কিংবা অবহেলার কারণে ভোক্তা-ক্রোতার ক্ষতি হলে ডাক্তারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ারও বিধান আছে। এই আইনের আওতায় মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ সংক্ষিপ্ত আদালতের প্রচলন করা হয়েছে। অসহায় ভোক্তা-ক্রেতাকে মামলার ব্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার কর্তৃক অত্যন্ত স্বল্প খরচে তার পক্ষ অবলম্বনের জন্য উকিল নিয়োগের ব্যবস্থা আছে।

পটলের দাম বেড়েছে ৫০%

বাংলাদেশে প্রতারণা নজিরবিহীন

বিশ্বব্যাপী ক্রেতা-স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারগুলো যখন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে, তখন আমাদের সরকার ব্যবসায়ীদের নিত্যনতুন প্রতারণার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। খাদ্য ও পণ্যে ভেজাল, ওজনে কারচুপি, কৃত্রিম পণ্য সংকট তৈরি করে মূল্যবৃদ্ধি, প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন, হোটেল-রেস্তোরাঁয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি এবং পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বিল দফায় দফায় বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশের বাজারে ক্ষতিকারক এবং প্রতারণাপূর্ণ পণ্যের নজিরবিহীন উপস্থিতি সভ্য দুনিয়ায় দেখা যায় না।

ফলের জুস প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপন করে ১০০ ভাগ তাজা ফলের রসে তৈরি। কিন্তু এই প্রচারণা ভুয়া ছাড়া কিছুই নয়। এক কেজি আমের দাম যেখানে ৪৫ থেকে ১০০ টাকা, সেখানে ২৫০ এমএল আমের রস প্রক্রিয়াজাত করে কিভাবে ১০ টাকায় বিক্রি করা সম্ভব! মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর কৃত্রিম রঙ, ফ্লেবার, ডিজাবিটিভ দিয়ে তৈরি হয় বাহারি জুস।

স্যাটেলাইট চ্যানেল এখন আমাদের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। যা নিয়েও সম্প্রতি শুরু হয়েছে টানাপড়েন। চ্যানেল অপারেটর এবং ডিস্ট্রিবিউটর বিরোধেও মূল্য দিতে হচ্ছে ভোক্তাকে। অপারেটররা অভিযোগ করেছে বাজেটে কর বাড়ানোর কারণে ১০০ টাকায় তাদের ভ্যাটসহ সবকিছু মিলিয়ে দিতে হবে ৪৭ টাকা। এই জন্যে তাড়া ভাড়া দ্বিগুণ বাড়াবে। কী অদ্ভুত যুক্তি? অপারেটরদের দাবি অনুযায়ী ১০০ টাকায় যদি ৪৭ টাকা খরচ হয়ও তাহলেও লাভ থাকে ৫৩ টাকা। এর মধ্যে যদি খরচ ধরি ২৮ টাকা তারপরও লাভ থাকে ২৫ টাকা। অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকা লাভ। যে কোনো ব্যবসায় শতকরা ১০-১৫% লাভ

উপস্থাপন করে, বা কোনো চিকিৎসালয় থেকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে প্রদান করে বা যিনি এতে ভেজাল মিশ্রণ সম্পর্কে অবহিত নন, তাকে দিয়ে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করায় তাহলে সেই ব্যক্তি ছয় মাস পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোনো অঙ্কের জরিমানা দন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে।

৬. মায়ের দুধের বিকল্প শিশু খাদ্য (বাজার নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ-১৯৮৪, ১৯৯৩

এ অধ্যাদেশ মায়ের দুধের বিকল্প শিশু খাদ্যের বাজারজাতকরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে মায়ের দুধের সমমানের অথবা উচ্চমানের দাবি সংবলিত কোনো বিকল্প দুধের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৭. বিক্রয়ের জন্য খাদ্যে বা পানীয় দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা পানীয় দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ করে অস্বাস্থ্যকর করে ফেলে এবং অনুরূপ দ্রব্য খাদ্য বা পানীয় হিসেবে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেই তা করে কিংবা সেই খাদ্য বা পানীয় হিসেবে বিক্রয় হতে পারে জেনেও করে তাহলে সেই ব্যক্তি ছয় মাস পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে, কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোনো অঙ্কের জরিমানাদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডেই দন্ডিত হবে।

৮. অনিষ্টকর বা অস্বাস্থ্যকর খাদ্য বা পানীয় বিক্রয়

যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো দ্রব্য খাদ্য বা পানীয় হিসাবে বিক্রয় করে, প্রদান করে বা বিক্রির জন্য উপস্থাপন করে, যা অস্বাস্থ্যকর হয়েছে এবং পানীয় হিসাবে ব্যবহার করার অনুপযুক্ত এবং খাদ্য বা পানীয় হিসাবে অনিষ্টকর জানা সত্ত্বেও বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও তা করে তাহলে সেই ব্যক্তি ছয় মাস পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোনো অঙ্কের জরিমানা দন্ডে কিংবা উভয় দন্ডেই দন্ডিত হবে।

৯. সর্বসাধারণের ব্যবহৃত সড়কে বেপরোয়া গাড়ি চালানো বা আরোহন

যদি কোনো ব্যক্তি জনসাধারণের ব্যবহৃত কোনো সড়কের ওপর দিয়ে এমন বেপরোয়াভাবে বা অবহেলামূলকভাবে কোনো গাড়ি চালায় বা আরোহন করে, যাতে মানুষের জীবন বিপদাপন্ন হয় কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির আহত বা জখম হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে সেই ব্যক্তি তিন বছর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা অন্যূন এক হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোনো অঙ্কের জরিমানাদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে।

১০. বেপরোয়া নৌ-চালনা

যদি কোনো ব্যক্তি এমন বেপরোয়াভাবে বা অবহেলার সঙ্গে কোনো নৌযান চালনা করে, যার ফলে কোনো মানুষের জীবন বিপদাপন্ন হয় কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির আঘাত লাগার বা জখম হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে সেই ব্যক্তি ছয় মাস পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে, কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোনো অঙ্কের জরিমানাদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডেই দন্ডিত হবে।

১১. বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে পুরস্কার প্রদান

যদি কেউ কোনো বাণিজ্য বা ব্যবসা বা কোনো পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে কোনো পুরস্কার, পারিতোষিক বা অনুরূপ অন্য কোনো বিনিময়, তা যে নামেই অভিহিত হোক এবং তা নগদ টাকায় বা অন্য কিছুর মাধ্যমেই হোক কুপন, টিকেট, নম্বর বা সংখ্যা গ্রহণের শর্তে বা অন্য কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রদান করে বা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করে এবং তা যদি বাণিজ্য বা ব্যবসায়ের কোনো পণ্য ক্রয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বা কোনো পণ্য বিজ্ঞাপিত করা বা জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে করে, তবে সেই ব্যক্তি এবং যদি কেউ তা ছেপে প্রকাশ করে তবে সেই ব্যক্তিও ছয় মাস পর্যন্ত মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে অথবা জরিমানাদন্ডে অথবা উভয় প্রকার দন্ডেই দন্ডনীয় হবে।

থাকাটাই যথেষ্ট হিসেবে ধরা হয়। সেখানে ২৫% লাভকেও অপারেটররা স্বাভাবিক ধরতে পারছেন না। যদিও তাদের এই লাভের পরিমাণ আরো অনেক বেশি। ৪৭ টাকা নয় ১০০ টাকায় তাদের মোট খরচ ৩০-৩৫ টাকা। এখানেও সরকারের কোনো নজরদারি নেই। ভোক্তারা নিজেরাও সচেতন নয়।

গ্রামীণ ফোন '৯৭ সালে যখন প্রথম অপারেশনে আসে, তারা ঘোষণা দিয়েছিল টিএন্ডটি থেকে ফোন এলে তার জন্য কোনো ইনকামিং দিতে হবে না। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই তারা টিএন্ডটি ইনকামিং-এর ওপর চার্জ বসিয়ে দেয়। অন্য ৩টি মোবাইল কোম্পানি সিটিসেল, একটেল এবং সেবার সেবা মান যেমন নিম্ন, তেমনি বিলিংয়েও অনেক গরমিলের অভিযোগ অনেক গ্রাহকের মুখেই শোনা যায়। টিএন্ডটি এনালগ ফোনের মতো ভুতুরে বিলের শিকার হচ্ছেন মোবাইল ব্যবহারকারীরা।

১৯৯৮ সালে হঠাৎ করে পেঁয়াজের দাম ৮ টাকা কেজি থেকে ৫৫ টাকা পর্যন্ত উঠে যায়। ১৯৭৪ সালে লবণের দাম বেড়ে সে সময়ই ৪০ টাকা হয়েছিলো প্রতি সের। এই দু'টি ঘটনার সময়ই দেশে পণ্য দুটির ঘাটতি ছিল এমন নয়। বরং অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছিল। একইভাবে ১৯৯৪ সালে সারের দাম বেড়েছিল অস্বাভাবিকভাবে। তখন সার চাইতে এসে ১৮ জন কৃষক পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। এ সবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু এতো বিপুল হারে না হলেও পণ্যদ্রব্যের দাম ব্যবসায়ীরা ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছে।

কনজ্যুমারদের প্রতারণার হাত থেকে বাঁচানোর কোনো ব্যবস্থাই এদেশে চালু নেই। প্রচলিত কিছু আইনে ক্রেতার অধিকার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সেসবের বাস্তবায়ন নেই। বাংলাদেশ দন্ডবিধি আইনে ব্যবসায়ের পণ্য ক্রয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোনো পণ্যের সঙ্গে যদি কেউ পুরস্কার, পারিতোষিক অনুরূপ অন্য কোনো বিনিময় দেয়(তা যে নামেই হোক টিকেট, কুপন) তবে সেই ব্যক্তির ৬ মাস পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড, অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবে। আইনে এও বলা হয়েছে এসব বিজ্ঞাপন যে প্রচার করবে তারও একই শাস্তি হবে। কিন্তু জাতীয় প্রচার মাধ্যম রেডিও, টিভিতে ফ্রি, পুরস্কার, উপহার, কুপন, টিকেট ইত্যাদি প্রলোভনকারী বিজ্ঞাপন প্রতিদিনই প্রচার করা হচ্ছে।

আসামিই বিচারক! ভোক্তা আইনের নামে প্রহসন আসছে

পূর্বতন বিএনপি সরকার ১৯৯২ সালে ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ বছর থেকেই আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হলেও আজ পর্যন্ত আইন বিধিবদ্ধ হয়নি। ইতিমধ্যে ৪ বার আইনের খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে। একবার একটি খসড়া নীতিগতভাবে মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদন পাওয়ার পরও আইনটি আলোর মুখ দেখেনি।

লিবরার মিনারেল ওয়াটারে অতিরিক্ত ম্যাগনেশিয়াম ও ক্ষতিকর জীবাণু পাওয়া গেছে। জীবনের বোতলে পাওয়া গেছে শ্যাওলা

সরকারের এমপি, মন্ত্রী এবং আমলারা নামে-বেনামে নানা রকম ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। মূলত এরাই ১০ বছর ঠেকিয়ে রেখেছে এই আইন প্রণয়ন। অন্য ব্যবসায়ীরাও এই আইন যাতে বিধিবদ্ধ না হতে পারে সেজন্য সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলছে। পূর্বতন বিএনপি সরকারের সময়ে তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী শামসুল ইসলাম এবং আওয়ামী লীগের সময়ে আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু আইনটি পাস করানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

তৃতীয় খসড়া তৈরির পর বিগত সরকারের সময়ে আইনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে আইন কমিশনে পাঠানো হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার জন্য। ল'কমিশন কিছু সংশোধনী ও সুপারিশসহ সরকারের কাছে ফেরত পাঠান। বর্তমান জোট সরকার ল'কমিশনের সুপারিশকৃত খসড়া আইনটি মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদন করে সচিব কমিটির কাছে মতামতের জন্য পাঠায়।

কিন্তু সচিব কমিটি ল'কমিশনের অনেকগুলো ধারা-উপধারা কাট-ছাঁট করে এমন কিছু বিষয় যোগ করে যে, তাতে এই আইন প্রণীত হলে ক্রেতার অধিকার সংরক্ষণ তো দূরে থাক, প্রচলিত আইনে ক্রেতার অভিযোগ করার যেটুকু সুযোগ ছিলো তাও আর থাকবে না।

সচিব কমিটির সুপারিশে জাতীয় ভোক্তা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যে পরিষদের চোয়ারম্যান হবেন বাণিজ্যমন্ত্রী এবং ভাইস চেয়ারম্যান হবেন বাণিজ্য সচিব। ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ সংস্থার গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, জেলা পর্যায়ে সালিসি আদালত গঠন করে ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি করা হবে। জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি সালিসি আদালতের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হবেন। এ ধারায় আরো বলা হয়েছে, কোনো ক্রেতার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে অভিযোগকারীকে ১ লাখ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

অথচ আইন কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছিল, জাতীয় ভোক্তা পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারক অথবা তাঁর সমপর্যায়ের কোনো ব্যক্তি। এছাড়া প্রত্যেক জেলায় ভোক্তা আদালত গঠন করে ক্রেতা-ভোক্তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তির পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। সচিব কমিটি আইন কমিশনের সুপারিশকৃত ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণের রক্ষাকবচ ক্রেতা-আদালত গঠনের বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে জেলা বণিক সমিতির সভাপতি বা তার প্রতিনিধিকে জেলা সালিস কমিটির কর্ণধার বানিয়ে ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ আইনের প্রহসনের পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। কারণ ভোক্তা প্রতারণার অভিযোগ করবে ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। সেখানে ক্রেতা বাদী এবং ব্যবসায়ী বিবাদী। এখন সেই সংগঠিত ব্যবসায়ী চক্রের একজনই যদি বিচারক হিসেবে অধিষ্ঠিত হন তবে তিনি যে ব্যবসায়ীর পক্ষ অবলম্বন করবেন তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কারণ তিনিও ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীদের নেতা। ব্যবসায়ীর স্বার্থই তিনি বড় করে দেখবেন। তিনি কোনো ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিলে পরবর্তী বণিক সমিতির নির্বাচনে ব্যবসায়ীর সমর্থন হারানোর ভয়ে ক্রেতার বিপক্ষেই সিদ্ধান্ত দেবেন এটাই স্বাভাবিক।

ভারতসহ বিভিন্ন দেশে ভোক্তা যাতে উৎসাহী হয়ে কনজিউমার কোর্টে এসে অভিযোগ দায়ের করে, সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে আইনজীবী প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেখানে সচিব কমিটি সুপারিশ করেছে ক্রেতা অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে ১ লাখ টাকা জরিমানা দেবে। মূলত কোনো ভুক্তভোগী ক্রেতা যাতে জরিমানার ভয়ে ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ না করে সেজন্যই এ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল প্রায় সব দেশে ভোক্তা অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এই আইনটি এখনো বিধিবদ্ধ করতে না পারায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পড়ছে। সরকারের ভেতরের ব্যবসায়ী মহল মূলত এই প্রহসনমূলক আইনটি প্রণয়ন করে যেমন সমালোচনা এড়াতে চাইছে, তেমনি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ভোক্তারা যাতে ভবিষ্যতে অভিযোগ না করতে পারে তার সুবন্দোবস্ত করে নিচ্ছে।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার ও এন্ড্রু বিরাজ**